



106491 - প্রত্যকে ব্যক্তি যি দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের স্থানীয়দের সাথে রোযা রাখা ও ঈদ করা তার উপর আবশ্যিক

প্রশ্ন

আমরা হারামাইন শরফাইনরে দেশের নাগরিক। বর্তমানে এশিয়ার একটি মুসলিম দেশে (পাকিস্তান)-এ দূতাবাসে চাকুরী করছি। আমরা কিস্টোদি আরবের সাথে রোযা রাখব ও ঈদ করব; নাকি যি দেশে আমরা অবস্থান করছি সে দেশের সাথে করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরিয়তের দলিল-প্রমাণের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা হচ্ছে— প্রত্যকে ব্যক্তি যি দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের স্থানীয়দের সাথে রোযা রাখা তার উপর আবশ্যিক। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "রোযা হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা রাখ; ঈদুল ফতির হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা ভঙ্গ কর এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে যে দিন তোমরা কোরবানী কর।" এবং যহেতে শরিয়ত থেকে একতাবদ্ধ থাকার নির্দেশ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মতভেদ করা থেকে সাবধানকরণ জানা যায়। এবং যহেতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্থানভেদে চন্দ্রের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন; যমেনটি বলছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।

পূর্ববক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অবস্থিত দূতাবাসের যে কর্মকর্তারা পাকিস্তানের সাথে রোযা রাখতে তাদের আমল অন্য যারা স্টোদি আরবের সাথে রোযা রাখতে তাদের আমলের চেয়ে সত্যের অধিক নিকটবর্তী— দুই দেশের মাঝে দূরত্বের কারণে এবং উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে কোন মুসলিম দেশে চাঁদ দেখা কিংবা তরশিদিন পূর্ণ করার মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানের রোযা রাখা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। শরিয়তের দলিলের বাহ্যিক মর্মের সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, তা যদি সম্ভবপর না হয়; তাহলে আগে আমরা যা উল্লেখ করছি সেটাই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী অভিমত। আল্লাহই তাওফিকদাতা।"[সমাপ্ত]

ফায়লিতুশ শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এর মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাওয়িয়া (১৫/৯৮, ৯৯)

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: "পাকিস্তানে রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ কখনও স্টোদি আরবের দুইদিন পরে দেখা যায়; সেক্ষেত্রে তারা কিস্টোদি আরবের সাথে রোযা রাখবে; নাকি পাকিস্তানের সাথে?"

জবাবে তিনি বলেন:



আমাদরে কাছে পবিত্র শরিয়তের যবে বধিান অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় তা হল: আপনাদরে উপর ওয়াজবি হচ্ছবে সখোনকার মুসলমানদরে সাথে রোযা রাখা; দুটো কারণে:

এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসি: "রোযা হচ্ছবে যবে দনি তোমরা রোযা রাখা; ঈদুল ফতির হচ্ছবে যবে দনি তোমরা রোযা ভঙ্গ কর এবং ঈদুল আযহা হচ্ছবে যবে দনি তোমরা কেরবানী কর।" হাদসিটি আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থাকারগণ 'হাসান' সনদে সংকলন করছেন। তাই আপনি এবং আপনার ভাইগণ পাকিস্তানে থাকলে আপনাদরে উচতি হববে তাদরে সাথে রোযা রাখা এবং তারা যখন ঈদ করে তখন তাদরে সাথে ঈদ করা। কনেনা এ হাদসিরে নরিদশেনার মধ্যে আপনারাও অন্তর্ভুক্ত। এবং যহেতে উদয়স্থল আলাদা আলাদা হওয়ার প্রকেষতি চাঁদ দেখোও আলাদা আলাদা সময়ে ঘটবে। একদল আলমেরে অভমিত হল তাদরে মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও আছেন: প্রত্যকে দেশেরে লোকদেরকে আলাদা আলাদাভাবে চাঁদ দেখতে হববে।

দুই. সখোনকার মুসলমানদরে থেকে বচ্ছিনি হয়ে রোযা রাখা ও ঈদ করলে বশিঙ্খলা হববে; জজিঞাসাবাদরে জন্য ডাকা হববে, সমালোচনা করা হববে, ঝগড়াববিদরে উদ্রকে ঘটবে। পরপূরণ ইসলামী শরিয়ত ঐক্যবদ্ধ থাকা, নকী ও তাকওয়ার ক্ষতেরে একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং মতভদে ও ববিদ বর্জন করার প্রতিআহ্বান করে। তাই তে আল্লাহ তাআলা বলনে: "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মলিতিভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বচ্ছিনি হয়ো না।[সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ) কে ইয়ামনে পাঠান তখন তিনি বলনে: "তোমরা দুইজন সুসংবাদ দবি; বীতশ্রদ্ধ করববে না, একে অপরকে মনে চলববে, মতভদে করববে না।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়ায়িয়া (১৫/১০৩, ১০৪)]